ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমাস

নামানং সমানো যুত্তথো

দুই বা ততোধিক নামের একপদীকরণকে সমাস বলে। সমাস ছয় প্রকার। যথা- দ্বন্দ্ব, কম্মধারয, দিগু, তপপুরিসো, বহুব্বীহি এবং অব্বযীভাব।

দ্বন্দ্ব সমাস

নামানং সমুচ্চযো দ্বন্দ্বো

একই বিভক্তি যুক্ত দুই বা ততোধিক পদের যে সমাস হয় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। এ সমাসে প্রত্যেক পদের অর্থ প্রধান থাকে। দ্বন্দ্ব সমাসকে ব্যাসবাক্যে পরিণত করার সময় প্রত্যেক পদের শেষে 'চ' অব্যয়পদ যোগ করতে হয়। দ্বন্দ্ব সমাস দু প্রকার। ইতরেতর দ্বন্দ্ব ও সমাহার দ্বন্দ্ব।

ইতরেতর দ্বন্দ্ব : এখানে সমাসবদ্ধ শব্দটি বহুবচনান্ত হয় এবং শেষ পদ অনুযায়ী লিঙ্গ ও বিভক্তি প্রাপ্ত হয়। যথা- সমণো চ ব্রাহ্মণ চ = সমণাব্রাহ্মণা

চন্দিমো চ সুরিযো চ = চন্দিমসুরিযা।

সমাহার দ্বন্দ্ব : শেষের পদ যে লিঙ্গের হোক না কেন সমাসবদ্ধ হয়ে শব্দটি যদি নপুংসক লিঙ্গও একবচন হয় তখন তাকে সমাহার দ্বন্দ্ব বলে। যথা-

জরা চ মরণং চ = জরামরণং, হত্থি চ অস্সা চ = হত্থিস্সং।

১। তথা দ্বন্দ্ব পানি তুরিযযোগ্গো সেনংগ খুদ্দকজন্তুক বিবিধ বিরুদ্ধ বিসভাগ অথাধিনঞ্চ।

প্রাণীর তুর্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরুদ্ধ স্বভাব বিশিষ্ট পরস্পর বিরোধী গুণবাচক শব্দের নিত্য সমাহার দ্বন্দ্ব হয়। যথা-

প্রাণিবাচক- হত্থ চ পাদা চ = হত্থ পাদং,

তুর্যবাচক-গীতং চ বাদিতং চ = গীতবাদিতং,

ক্ষুদ্রপ্রাণিবাচক ডংসং চ মসকং চ = ডংসমসকং,

বিরুদ্ধ স্বভাব বিশিষ্ট-অহি চ নকুরো চ = অহিনকুলং,

পরপর বিরোধী গুণ-কুসলং চ অকুসলং চ = সুসলাকুসলং,

সেনাবাহিনীর অংশবিশেষ-অসি চ চম্মং চ = অসিচম্মং।

২। রুক্খ, তীণ, পসু, ধন, ধঞ্ঞাদিনঞ্চ।

বৃক্ষ, তৃণ, পশু, বন, ধান্যবাচক শব্দের সমাহার দ্বন্দ্ব হয়। যথা- বৃক্ষবাচক = তালং চ তমালং চ = তালতমালং

তৃণবাচক = কুসো চ দুব্বা চ = কুসদুব্বং

পশু বাচক = আজো চ এলকো চ = অজেলকং

ধনাবাচক = মনি চ মুত্তা চ = মনিমুত্তং

ধান্যবাচক = সালি চ যবং চ = সালিযবং

কম্মধারয় সমাস

দ্বিপদে তুল্যাধিকরণে কম্মধারয়।

বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে যে সমাস হয় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। কর্মধারয় সমাসে বিশেষণ পদ সাধারণত আগে বসে। যথা-

মহন্তী নদী = মহানদী।

কম্মধারয় সমাস নয় প্রকার। যথা- ১) বিসেসন পুব্বপদ কম্মধারয় ২. বিসেসন পরপদ কম্মধারয়, ৩. বিসেসন উভযপদ উভয়ধারয় ৪. উপমান উত্তর পদ কম্মধারয় ৫. সম্ভাবনা পুব্বপদ কম্মধারয়, ৬. অবধারক পুব্বপদ কম্মধারয়, ৭. ন-নিপাত পুব্বপদ কম্মধার, ৮. কু-নিপাত পুব্বপদ কম্মধারয়, ৯. প-আদি পুব্বপদ কম্মধারয়।

১. বিসেসন পুব্বপদ কম্মধারয়। বিশেষণ পদ পূর্বে পসে। যথা- মহেন্তা বীরো = মহাবীরো, নীলং উপপলং = নীলোপ্পলং।

২। বিসেসণনপরপদ কম্মধারয় এখানে বিশেষণ পদ পরে বসে। যথা- নরো সেট্ঠো = নরোনেট্ঠো সারিপুত্তো থেরো = সারিপুত্তথেরো।

৩। বিসেসন উভযপদ কম্মধারয়। পূর্বপদ এবং পরপর উভয় পদই বিশেষণ হয়।

অন্ধো চ বধিরো = অন্ধবধিরো, ছিন্নং চ ভিন্নং চ = ছিন্নভিন্নং।

৪। উপমান উত্তরপদ কম্মধারয়। এ সমাসে পূর্বপদের সাথে উত্তরপদের উপমা বা তুলনা করা হয়। যথা-সীহবিয নরো = নরসীহো, সাগার বিয় বিনযো = বিনয়সাগরো।

২০২৫

৫। সম্ভাবনা পুব্বপদ কম্মধারয় অর্থাৎ পূর্বপদ পরপদের সম্ভাবনা বা পূর্বপদের সাথে পরপদের সম্পর্ক ব্যক্ত হয়ে পরিস্কারভাবে অর্থ বুঝানোর জন্য দুই পদের মধ্যে ইতি, হুত্বা, সংখাতো ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। যথা-

অনিচ্চ ইতি সঞ্ঞা = অনিচ্চসঞ্ঞা, হেতু হুত্বা পচ্চযো = হেতুপচ্চযো।

৬। অবধারণ্ পুব্বপদকম্মধারয অর্থাৎ পূর্বপদের অর্থই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। যথা-

অবিজ্জা এবং মলং = অবিজ্জামলং, গুণ এবং ধনং = গুনধনং।

৭। ন-নিপাত পুব্বপদ কম্মধারয। এ সমাসে ন এ নিপাত পূর্বপদ হয়। স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'ন' স্থানে 'অন' এবং ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'ন' স্থানে 'অ' হয়। যা-

ন অরিয়ো = অনরিয়ো, ন কুসলো = অকুসলো।

৮। কু-নিপাত পুব্বপদ কম্মধারয। এ সমাসে 'কু' এ নিপাত সব সময় পূর্বপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিবরণ পরে থাকলে 'কু' এর স্থানে 'কদ হয় এবং ব্যাঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'কু' এর স্থলে মাঝে মাঝে 'কা' হয়। যথা-

কু + আচারো = কদাচারো, কু + পুরিসো = কাপুরিসো।

৯। প-আদি পুববপদ কম্মধারায। এই সমাসে পা বা কিংবা অন্য কোন উপসর্গ যুক্ত হয়। যথা- পা + বচনং = পাবচনং, প + বুদ্ধো = পবুদ্ধো, অধি + সীলং = অধিসীলং।

দ্বিগু সমাস

সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে বসে যে সমাস হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাস দুই প্রকার। যথা- সমাহার ও অসমহার।

১। সমাহার দ্বিগু

এ সমাসে অনেক বস্তু বা ব্যক্তির সমাহার বা সমষ্টি বুঝায় এবং সে সমষ্টিকে একটি বস্তু হিসেবে ব্যক্ত করে। এ সমাসে একবচন ও নপুংসক লিঙ্গ হয়। যথা-

তযোলোকা = তিলোকং, তিনি রতনানি = তিরতনং, তিনি চীরবানি = তিচীবরং, পঞ্চসীলনি = পঞ্চসীলং।

২। অসমাহার দ্বিগু

এ সমাসে ব্যক্তি বা বস্তুরসমাহার বুঝায় না। এ সমাস বহুবচন হয়। যথা-

পঞ্চ ইন্দ্রিযানি = পঞ্চিন্দিযানি, তিনি সহস্সানি = তিসহস্সানি, তযোভবা = তিভবা।

তপ্পুরিসো সমাস

অমাদাযো পরপদোহি তপ্পুরিসো।

যে সমাসে পূর্বপদ দ্বিতীয়া হতে সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত হয় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। সমাস করার পর পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় কিন্তু পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারেই তৎপুরুষ সমাসের নাম হয়।

তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার। যথা-দুতিযা তপ্পুরিসো, ততিযা তপ্পুরিসো, চতুত্থী তপ্পুরিসো, তপ্পুরিসো পঞ্চমী, ছট্ঠী তপপুরিসো ও সত্তমী তপ্পুরিসো।

উদাহরণ

১। দ্বিতীয় তৎপুরুষ (দুতিয়া তপ্পুরিসো)

সরণঙ্গাতো = সরণগতো, মিচ্ছং বাদী = মিচ্ছাবাদী।

২। তৃতীয়া তৎপুরুষ (ততিয় তপ্পুরিসো)

জাতিযাঅন্ধো = জচ্চান্ধো, সীলেরন সম্পন্নো = সীলসম্পন্নো।

৩। চতুত্থী তৎপুরুষ (চতুত্থী তপপুরিসো)

সঙ্ঘস্স দানং = সঙ্ঘদানং,

৪। পঞ্চমী তৎপুরুষ (পঞ্চমী তপ্পুরিসো)

রাজতো ভয়ং = রাজভয়ং, রুক্খস্মা পতিতো = রুক্খপতিতো।

৫। ষষ্ঠী তৎপুরুষ - ছট্ঠী তপ্পুরিসো

বুদ্ধস্স সাসনং = বুদ্ধসাসনং

ফলানং রসো = ফলরসো

ধম্মস্স দাযাদো = ধম্মদাযাদো

নদীযা তীরং = নদীতীরং

৬। সত্তমী তৎপুরুষ (সত্তমী তপ্পুরিসো)

বিকালে ভোজনং = বিকালভোজনং, নরেসু উত্তমো = নরোত্তম।

পববজাযসুখং = পব্বজাসুখং।

অলুত্ত তপ্পুরিসো (অলুপ্ত তৎপুরুষ) কোন তৎপুরুষ সমাসে বিভক্তি লুপ্ত হয় না তাদের অলুপ্ত তৎপুরুষ (অলুত্ত তপ্পুরিসো) সমাস বলে। যথা-

পভংকরো = পভংকরো,

অন্তেবাসিকো = অন্তেবাসিকো,

মচ্ছুনোপদং = মচ্ছুনোপদং

বহুব্রীহি সমাস (বহুব্বীহি সমাস)

অঞ্ঞপদত্থেসু বহুবীহি।

সে সমাসে সমস্যমান পদ সমূহের অর্থ প্রধান রূপে না বুঝিয়ে অন্য একটি পদের অর্থ প্রধান হয় তাকে বহুব্বীহি বা বহুব্রীহি সমাস বলে। বহুব্রীহি সমাস অন্যপদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যে পদের বিশেষণ হয় সে পদের লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি প্রাপ্ত হয়। উদাহরণ-

জিতানি ইন্দ্রিযানি যেন = জিতেন্দ্রিযো (শ্রমণ), দসবলানি যস্স = দসবল (বুদ্ধ),

বিজিত মারো যেন = বিজিতমারো (ভগবান), ছিন্নহত্থো যস্স = ছিন্নহিত্থো (পুরুষ);

সীহস্স বিয নাদ যস্স = সীহনাদং, মহন্তী বলং যস্স = মহাবরং,

দণ্ড পাণিযিঞ্ যস্স = দণ্ডপাণি, মহন্তী পঞ্ঞা যস্স = মহাপঞ্ঞো (ভগবা), কেসেসু কেসেসু গহেত্বা পবত্তিতং যুদ্ধ = কেসাসোসি।

অব্বযীভাব

উপসগ্গ নিপাত পুব্বেকো অব্বযীভাব

যে সমাসের পূর্বে অব্যয় থাকে (উপসর্গ ও নিপাত) এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধান থাকে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যথা-

নগরস্স সমীপং = উপনগরং, কুলস্স সমীপং = উপকুলং,

রথস্স পচ্ছা = অনুরথং, ভিক্খায় অভাবো = দুব্বিভক্খং,

আমিস্সস অভবো = নিরমিসং, পব্বতস্স তীরো = তীরো পব্বতং

পচ্চেকং গেহং = পাটিগেহং, খুদ্দকং গেহং = উপগেহং,

মরণং পরিযন্তং = আমরণং, সমুদ্দং পরিযন্তং = আসমুদ্দং।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরে পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। দুই বা বহুপদের একপদীকরণকে কী বলে?

ক. পদ খ. কারক

গ. সমাস ঘ. ক্রিয়া

২। **ক পূর্বপদে থাকলে কোন সমাস হয়?**

ক. অব্যয়ীভাব খ. দ্বন্দ্ব

গ. কর্মধারয় ঘ. তৎপুরুষ

খ. **নিম্নের শব্দগুলোর ব্যাসবাক্যসহ সমাস লেখ :**

জরামরণং, সুখদুকখং, মণিমুত্তং, অন্ধবধিরো,

মহাভযং, নরসীহো, বিকপেপা, দসসিক্খাপদং,

সঙঘদানং, নদীতীরং, দুবিভক্খঙ, উপবনং, দীপংকরো,

চন্দসুরিযো, কদারিযং, গীতবাদিতং, দসবলানি,

কুসলাসকুসলং, গুণধনং, কাপুরিসো, দসসীলং,

সুগন্ধি, চোরভযং, বুদ্ধভাসিতং, সমুদ্দতীরং, যথাকম্মং।

গ. **রচনামূলক প্রশ্ন :**

১. সমাস কাকে বলে? সমাস কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক সমাসের একটি করে উদাহরণ দাও।

২. কর্মধারয় সমাস কাকে বলে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৩. দ্বিগু ও কর্মধারয় সমাসের পার্থক্য নির্ণয় কর।

৪. বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব সমাসের সংজ্ঞা উলেখপূর্বক উভয়ের পার্থক্য নির্ণয় কর।

৫. পঞ্চমী ও সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।